

ALL RIGHTS OF THE OWNER OF THE WRITING WORK RESERVED. COPYRIGHT PROHIBITED.



পৰ্ণ মলাকার

আহাৰে! সেদিন আমাদেৰ সকলোৰ প্ৰিয় অভিদা-টা মাৰা যাওয়াতে
মনটা বড় হয়! হয়! করতে লাগলো অভিদাৰ মা-কে দেখলে মনটা
বড় খারাপ লাগে! এই অল্প বয়সে পেটোপটকা মস্তান হওয়ার কি
দরকার ছিল? একবার তার নিজের পরিবারের জন্য চিন্তা করল
না.....!

বলি হ তো হ, কোনো দলের গ্যাংস্টার হ। ওসামা-বিন-লাদেন হ।
ইব্রাহিম দাউদের মতন হ। হোলি ত
হোলি, শেষে কিনা পেটোপটকা এক মস্তান! যার কোনো নাম গন্ধ-ই
নেই।

আর সেই লোকেদের কথাও বলিহারি! ওভাবে কেউ গুলি করে। মাথা
আর বডিটাকে নিয়ে যেন পুতুলে কিংবা বেলুনে, যেমন গুলি করা

প্ৰ্যাকটিস করে, তেমন করেছে.....!

গাদাঘর থেকে যখন লাসখানা বার করল, লাস দেখে মনে হলো যেন
মাটি দিয়ে যখন মূর্তি গড়া হয়, তার কাঠামো! খাটিয়াতে করে চারজন
মিলে চাথদোলা করে নিয়ে এল বাড়ি! ছেলের প্রতিমূর্তি দেখে মা
কঁদবে কি! ভয়ে আঁকুপাকু.....! মাথাটা দেখে মনে হলো, যেন ডাঙা
একটা দুমড়ানো মুছড়ানো টিনের বাল্ল! মাঝখান থেকে চোখ দুটো
ছিটকে বেরিয়ে এসে কিরে...! কিরে...! করেছে...! আর বড়ির কথা তো
আলোই বলেছি, পুতুলের গায়ে গুলি করা প্ৰ্যাকটিস করেছে!
হাঁড়মির হাতবাল্লগুলো ত গুলিগালা করে কেটে পড়েছে! ওদের আবার
কিসের চিন্তা! আজ এখানে, কাল সেখানে! কখনো সবাসাটী, কখনো
অম্বাচি সেজে এখানে ওখানে পালিয়ে বেড়াবে! যার লাল ত তার
লাল.....!

অভিদার মৃত চেহারা দেখলে কি হবে...! যত-ই হোক মায়ের ত মন!
এ ত আর কোনো প্ৰেমিকা নয় যে, আজ শাহকক খান, কাল
আমীর খান করবে.....! মনটা কানায় খান খান করেই.....!
আপনাদের আবার কিসের চিন্তা.....! আপনারা ত সব অমৃতের পুত্র ও
কন্যা! সব বান্ধব-বান্ধবীদের কাছ থেকে অমৃত ছিনিয়ে নিয়ে ধৈর্যে
বসে আছেন! যাতে, ভবিষ্যতে মরতে না হয়.....!

একটু আমাদেৰ জন্যে-ও ভাবুন! দিন যাচ্ছে, কাল বদলাচ্ছে.....!

সাইন্স প্ৰতিপদে এগিয়ে চলেছে...!

আর, আপনারা নতুন কোনো বিষয়ে উন্নতি সাধন করতে পারছেন না!
প্লিজ টাই টু প্রোগ্রেস.....!

ওঃ.....! আমি তো ভুলেই গেছিলাম...! আপনারা তো আবার যীশু
খ্রীষ্টের মতন না...! যে, ইংরাজী বোঝেন! প্রোগ্রেসের মানে উন্নতি
করা বুঝেন?

আপনাদের নিয়ে মাঝে মাঝে খুব চিন্তায় পড়ি.....! যীশু খ্রীষ্টের মতন এক বেবেলহেমীয় হয়েও ইংরাজী শিখে গেছেন! আর আপনারা সকল সৃষ্টিকর্তা হয়েও ইংরাজী জানেন না.....! ইংরাজী হল আমাদের সারা বিশ্বের আন্তর্জাতিক ভাষা (যদিও কেউ ইয়ুকে এবং ইয়ুএস ভাষা ব্যবহার করেন.....।)

আপনাদের বোকে মা-দুগাই বেশ বুদ্ধিমতি বলা যায়.....! বেশ পূজোর ছক করে আজকাল বিদেশেও ঘোরাঘুরি করছে ইংরাজী শেখার জন্য.....! আর আপনাদের কোনো ইচ্ছাই নেই.....! খালি হিন্দুদের মাধ্যমে কাঁঠাল ভেঙে যত খাওয়া যায়! যাক সে কথা.....! অভিদার মৃত্যুতে আমরা বড়ই মর্মান্বিত! মনটা বড়ই তায়েলিনের ছন্দ খোঁচা মাঝে.....!

হুজুর! আপনারা এবার একটা নতুন কোনো পদ্ধতি বার করুন। যাতে মানুষেরা অমরের মতন, মানে আমার নাম নয়, মরণশীল নয় যে....., ঠিক তেমন একটা ব্যবস্থা করুন.....!

দেবাদিদেব (মহাদেব):- তা কি রকম ব্যবস্থা.....?

অমর :- আমাদের এখানে ব্যাটারি নামে এক ধরনের কোষ বেরিয়েছে। তার মাধ্যমে আজকাল পুতুলেরা কথা বলে। চলা ফেরা করে.....। প্রানের বদলে ব্যাটারি সিস্টেম করে দিন। তাহলে অনায়াসে একটা মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকতে পারে। ব্যাটারি শেষ হলে, নতুন একটা ব্যাটারি লাগিয়ে দেওয়া যাবে। তবুও তো ভালো! ব্যাটারির এক্সপায়রী ডেট হয়ে গেলে বা ব্যাটারির চার্জ শেষ হয়ে গেলে চেন্স করা যাবে। কিন্তু মানুষের এক্সপায়রীর ব্যাপারটা অসম্ভব বন্ধ করুন হুজুর! আমরা একেবারে টারমিনেটরের মতন পদ্ধতি বের করে ফেলব.....! একেবারে ম্যান-মেশিন! কোনো কিছু গন্ডোগাল করলে, আল্টারনেট পাওয়ার সিস্টেম কাজ করবে। এর জন্য দরকার একটা ভালো ইন্জিনীয়ারের।

যদি বিশ্বকর্মা একবার আসতে বলেন..... কারন ওনার তো বিভিন্ন ধরনের ইন্জিনীয়ারিং বিষয়ে জানা আছে। উনি আসলে খুব ভাল হয়.....!

দেবাদিদেব (আবাক হওয়ার ভঙ্গিতে এবং চিন্তিত মুখে):- এরকম ধরনের ব্যবস্থা থাকলে তো মানুষের বা.....

কোনো প্রানীরই জীবন-মরণ বলে কিছুই থাকবে না.....!

আর নতুন করে প্রানের সৃষ্টির অসুবিধা হবে.....!

যমরাজের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে.....! চিত্র-গুপ্ত আর বিচিত্র-গুপ্তের কথা ভেবে দেখেছ.....! তাঁরা কি করবেন.....!

না-না.....! তা হয় না অমর! এই পৃথিবীতে বহু পশাণ আছে.....! তারা যদি চিরকাল বেঁচে থাকে, সারা পৃথিবীর লোকেদের কি অবস্থা হবে তা ভেবে দেখেছো.....!

না-না অমর, তা হয় না.....! এই প্রথা আমি কিছুতেই স্বীকৃতির ব্যবস্থা করতে পারব না.....!

অমর (করুন মুখে দেবাদিদেবের দিকে তাকিয়ে):- তাহলে কি হুজুর..... আমরা কি কোন-ও দিন-ও চিরকাল বেঁচে থাকতে পারব না.....! এবার (অমর), পরের বার (গরুর), তার পরের বার (রাজ বরুর), আমাদের কি এই ভাবেই জন্মজন্মান্তর জন্মাতে হবে.....!

দেবাদিব :- তোমার মহাতারতের ভীষ্মের কথা মনে আছে ? তিনিও ছিলেন অমর.....! তবুও তিনি দেহত্যাগ করেছিলেন.....! তিনিও ত পারছেন যুগ-যুগ ধরে বেঁচে থাকতে ? যে কোনো প্রানীই বল, তাঁর আত্মা চিরকাল অমর.....! শুধু তাঁর দেহ-ই মরে.....!

হয়ত, তোমাদের অভিদাও পরের জন্মে ভীষ্মের মতন অথবা সম্রাট অশোকের মতন মহান যোদ্ধা হয়ে জন্মাবে.....!

শুধু একটা কথা মনে রেখো.....যে কোনো প্রানীই হোক, টমি
নামে কোনো কুকুর হোক, আর মিনি নামে কোনো বিড়াল হোক, বা
কিশোর নামে কোনো মানুষ-ই হোক.....! তারা চিরকাল বেঁচে
থাকে

তঁার শুভ-গুন আর শুভ কাজে.....! তোমার আত্মাও
একদিন তোমার দেহত্যাগ করবে। কিন্তু মানুষ তোমায় মনে রাখবে
তোমার শুভ-গুন আর

শুভ কাজে.....!

অমর :- এই শোনার পর, আমরা আর কিছুই বলার থাকতে পারে
না.....! শুধু একটা কথাই মনে

পড়ে:-

এই যে হেঁথায়, কুন্ড ছায়ায়,

স্বপ্ন মধুর মনে.....!

এই জীবনে, যে কটা দিন আছি.....

তোমায় আমায় হেসে খেলে কাটিয়ে যাব চলে.....

স্বপ্ন মধুর মনে.....!